IMA Research Foundation

বিএমইটির তদন্ত কর্মকর্তার ব্যবহার যেন সবকিছু হার মানলো !!!

আমি মোঃ আবুল হোসেন, পিতা-রমজান আলী, গ্রাম- বাঁশবাড়িয়া, থানা- গাংনী, জেলা-মেহের পুর। পাসপোর্ট নম্বর - ০৭৬২৮০৯। মালয়েশিয়া যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় কষ্টের জীবন কাটানো। বাঙ্গালী দালালরা কাজের নামে আজ এখানে কাল ওখানে বিক্রি করে কাজ করি কিন্তু কোন বেতন পাইনা। এভাবে থাকতে না পেরে বাড়িতে খবর দিই । আমার বাবা মা মহাজনের কাজ থেকে চড়া সুদে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মালয়েশিয়া টাকা পাঠালে পুরাতন বাঙ্গালী ভাইদের সহায়তায় দেশে ফিরি ২৩/১১/০৭ইং তারিখে। দেশে ফিরে এসে দিশেহারা এই আমি কোথায় যাবো কি করবো প্রতিনিয়ত প্রতিমূহর্ত।

সুদ খোর মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পেতে আমার ভাগের বসত ভিটার ৭ কাঠা জমির মধ্যে ৫কোঠা বিক্রি করে মহাজনদের কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে শান্ত করি। মালয়েশিয়া আসার পর এখন অব্দি মানুষের বাড়িতে কামলা খেটে দুর্মূল্যের বাজারে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছি। এর পর শুনতে পাই ঢাকাস্থ ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এসব প্রাতারিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করছে। সেখানে যোগাযোগ করে ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহয়তায় টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় আভিযোগ দাখিল করি গধীরস ঞ্ৎধফব্ পড় এর বিরুদ্ধে ইগউঞ তে অভিযোগ দাখিলের পর বুক ভরা আশা নিয়ে বাড়ি ফিরি যে সরকার হয়তো এসব প্রতারিত মানুষের নায্য বিচার করে দিবে ।

কিন্তু হায় " অভাগা যে দিকে যায় সাগর শুখিয়ে যায়" এই প্রবাদটি আমার জীবনে সত্যি হতে থাকে। ইগউঞ্তে অভিযোগ দাখিল করে শুনানীর দিনের অপেক্ষায় থাকি; দিন যায় সপ্তাহ যায়, মাস যায় চিঠি আসেনা। আবার ঢাকায় আসি সেখানে খবর নিই তারা অথ্যাৎ সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা এই অভাগার অভিযোগ পত্রটি হারিয়ে ফেলে তার কোন খোজ পওয়া যায় না। আবার ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পুনরায় অভিযোগ করি ইগউঞ তে অভিযোগের দীর্ঘ ৫ মাস পরে চিঠি পাই প্রথম শুনানির, প্রথম শুনানী হয় ৪/৬/০৮ ইং তারিখে এই দিন ইগউঞ তে আসলে তদাস্ত কর্মকর্তা নুরুজ্জামান সাহেব বলেন রিক্রুটিং এজেন্সির লোক আসেনি আজ শুনানী হবেনা। এভাবে পরবর্তি তারিখ দেয় ২৪/০৬/০৮ সে দিন ও যথারীতি আমি উপস্থিত হই ইগউঞ্তে এই দিনেও এজেন্সি পক্ষেও কোন লোক আসেনা তখন তদন্ত কর্মকর্তা তৃতীয় শুনানীর ডেট দেন ০৬/০৭/০৮। আমি তখন ভয়ে ভয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে বলি স্যার আমি গরিব মানুষ ক্ষেত খামারে খেটে খাই টাকা পয়সা জমা করে আসতে আমার খুব কষ্ট হয় দয়া করে যদি তাড়াতাড়ি একটা রায় দিতেন তাহলে গরিবটার খুব উপকার হতো । এই কথা শুনার পর তদন্ত কর্মকর্তা নুরুজ্জামান কুকুর বিড়ালের মত আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন একটা মূহর্তও থাকতে দিলনা। অত পর আসে ০৬/০৭/০৮ চূড়ান্ত শুনানীর ডেট আমি অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে ঢাকায় আসি, এসে ইগউঞ তে যাই যেয়ে কেবল তদাস্ত কর্মকর্তার রুমে ঢুকবো সেই মূহুর্তে নুরুজ্জামান সাহেব আমার সাথে কুকুর বিড়ালের তাড়ানোর মত আচারণ করে ঘরে ঢুকতে দিলোনা বলল আমাদের করার কিছুই নেই রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে যা-সেখানে গিয়ে পারলে কিছু কর। এখানে আর কক্ষনো পা দিবি না। এখন আমার প্রশ্ন দেশ বাসীর কাছে!! একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা যদি আমাদের সাথে এমন বিরুপ আচারণ করে তাহলে আমরা কোথায় যাব?

আবুল হোসেনের সাথে যোগাযোগ

রাদিয়ান রাহেব

প্রোগাম কো-অর্ডিনেটর, ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন

মোবাইল : +৮৮-০১৯১১.৫৫৫.৯৯২